©WWW.NILNIRJON.COM

মিসির আলি ও রিনা * *

CK 99

সকাল সাড়ে ছয়টা

সাত সকালে সামনে বসে থাকা মেয়েটিকে দেখে মিসির আলির লিংগ শক্ত হতে শুরু করল। কারন শাড়ি পড়া এই সেক্সী মেয়েটি যে আটোসাটো ব্লাউজ পড়েছে, তা ভেদ করে ওর স্তনের বোঁটাগুলো স্পস্ট দেখা যাচ্ছে। মেয়েটি কোন ব্রা পড়েনি। আজকাল অল্পবয়সী মেয়ে দেখলেই মিসির আলির সেক্স উঠছে। তিনি বুঝতে পারছেন না--এই শেষ বয়সে এসে এ কোন যন্ত্রনায় পড়লেন। হয়ত আধবুড়ো হয়ে যাওয়ার পরেও বিয়ে না করার ফল । মিসির আলি অনুমান করলেন- মেয়েটি যদিও শাড়ি পড়েছে, তারপরেও এ বিবাহিতা না। কারন আজ শুক্রবার। আর কোন পুরুষ তার এমন সেক্সি বৌকে সকালবেলা বিছানা থেকে নামতেই দেবেনা। ছুটির দিনে কমপক্ষে এমন সেক্সি বৌকে সকাল ১১টা পর্যন্ত একনাগারে শারীরিকভাবে আদর করবে ।
তাছাড়া মেয়েটি কোন নাকফুল পড়েনি। ইন কেইস ওর নাকে কোন নাকফুল পড়ার ছিদ্রই নেই। তবে মিসির আলি মেয়েটির শরীরের অন্যান্য ছিদ্র নিয়ে গবেষনা শুরু করবেন কিনা ভাবছেন।
এইসময় মেয়েটি ওর আকর্ষনীয় চোখ দুটো নাচিয়ে বলল
-স্যার =এত সকালে এসে বিরক্ত করার জন্য আমি দুঃখিত। কারন আর কিছুক্ষন দেরী করে আসলে আপনাকে বাসায় পেতাম না। আপনি কোথায় যান , কাউকে বলেও যাননা। আপনার এসকেজুয়াল (Schedule) কেউ জানে না।তাই আজকে আপনাকে ধরার জন্য সকাল সকাল আসতে বাধ্য হলাম।
মিসির আলি মনে মনে বললেন - আমাকে পাবে কিভাবে, আমি এখন প্রায় সময় বাড়িওয়ালার ঘরে গিয়ে কাগজ পড়ার নাম করে বাড়িওয়ালার তালাক প্রাপ্তা বড় মেয়েটির উপড় কোন চান্স নেওয়া যায় কিনা তা ট্রাই করি। কারন বাড়িওয়ালা তবলিগের দলে ভিড়ে একমাসের জন্য লাপাত্তা। আর যাওয়ার সময় তিনি মিসির আলিকে অনুরোধ করে গেছেন--তিনি যেন অন্তত একবার করে হলেও ওনার বাড়িতে এসে সবার একটু খোঁজখবর নেন। কারন মিসির আলি ভাড়াটিয়া হলেও তিনি মিসির আলিকে খুব লাইক করেন।
তাই তিনি মিসির আলিকে খুব করে অনুরোধ করে গেছেন - যতদিন তিনি তবলিগের কারনে বাইরে থাকবেন ততদিন যেন তিনি বাড়ির একমাত্র পুরুষ হিসেবে সারা বাড়ির প্রতি একটু লক্ষ্য রাখেন। মিসির আলি এই প্রস্তাবে দারুন খুশি, কারন এই সুযোগে যদি তাঁর একটু সেক্স টেস্ট করা হয় বাড়িওয়ালার বড় বাজা মেয়েটিকে দিয়ে -তাহলে তিনি ধন্য। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তিনি কোন চান্স নিতে পারেননি। মিসির আলির ভাবনায় ছেদ পড়ল।
-স্যার আপনি মনে হয় এখনো চা খাননি। আমাকে চা বানানোর সরন্জাম কোথায় দেখিয়ে দিন-, আমি এক্ষুনি চা বানিয়ে দিচ্ছি।
এই প্রথম মিসির আলি কথা বললেন
-ওখানে চুলো আর তার পাশের তাকে চা বানানোর সব সরন্জাম আছে। - ঘরের একটি কর্নার দেখিয়ে দিলেন তিনি।
মেয়েটি শাড়ি পেঁচিয়ে চুলোর পাশে পা গুটিয়ে বসল। মিসির আলি লোভি দৃস্টিতে মেয়েটির নিতম্বের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শাড়িটি পেঁচানোর কারনে মেয়েটির ভারি নিতম্ব বেশ স্পস্ট হয়ে উঠল। মিসির আলির লিংগ এবার লুংগির নিচে একটা তাঁবু তৈরী করল।

©WWW.NILNIRJON.COM

অনেক কস্টে তিনি পা দিয়ে নিজের উত্থিত লিংগটি চেপে রাখলেন। মিসির আলির ইচ্ছা হচ্ছে দৌঁড়ে গিয়ে মেয়েটিকে পেছন থেকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেন - যাতে ওনার শক্ত লিংগটি মেয়েটির ভারী নিতম্বের খাঁজে আটকে যায়। যতক্ষন মেয়েটি বসে বসে চা বানালো - ততক্ষন তিনি এক দৃস্টিতে মেয়েটির ভারী নিতম্বের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

এই সময় মিসির আলি মেয়েটির ব্লাউজের নিচে ওর ফর্সা পিঠের উপর একটি অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলেন-- মেয়েটির পিঠের নিচের দিকে একটি উল্কি আঁকা ! উল্কিটির শেষ অংশ মেয়েটির ভারী নিতম্বের দিকে নেমে গেছে--শাড়ির জন্য দেখা যাচ্ছে না।

-নিন স্যার চা। চিনি দিইনি-তবে এই নিন চিনির জার আর চামুচ। প্রয়োজন মতো মিশিয়ে নিন।

মনে মনে মিসির আলি বললেন -আমার ইচ্ছা করছে তোমার সেক্সি শরিরের গোপন অংগ থেকে কিছু রস মিশিয়ে চা খেতে। ঠিক ক্লিনটন যেমন মনিকার যোনিতে চুরুট ঢুকিয়ে যোনির রস মিশিয়ে খেয়েছিল আর বলেছিল--Now it's gonna taste really DIFFERENT baby.

মিসির আলি নিজেকে শাসালেন। ----না -- মন মানসিকতা একদম বরবাদ হয়ে যাচ্ছে।

-আমার কাছে কেন এসেছ?-মাথা থেকে মেয়ে সংক্রান্ত সব বদ চিন্তা ফেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

-আমার বাবা আপনার কাছে সন্ধ্যার সময় আসবেন--আর বলবেন আমার সমস্যার কথা। তিনি আপনাকে বোঝাতে চাইবেন যে আমার মাথা খারাপ ইত্যাদি। কিন্তু আমি ওনার আগেই এসে আপনাকে বলে গেলাম - সমস্যা আমার নয়, আমার বাবার। আর আমি আমার ডায়েরিটা আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। বাবার সাথে কথা বলা শেষ হলে তারপর পড়বেন প্লিজ।

-একটি প্রশ্ন করি ?

-শোওর। (SURE)

-তোমার বাবার কেন ধারনা হল যে তোমার মাথা খারাপ?

-সেটি বাবার সাথে কথা বললেই বুঝতে পারবেন।

-তুমি অবিবাহিতা, তারপরেও এই সাতসকালে শাড়ি পড়ে আছ কেন?

-আমি অবিবাহিতা তা বুঝলেন কিভাবে?

-আমার অনুমান। প্রথম কারনটি শালিনতার জন্য বলতে পারব না তোমাকে । আর দ্বিতীয় কারনটি হচ্ছে, তোমার সমস্যার কথা তোমার বাবা বলতে আসছেন। তোমার বয়সি মেয়ের সমস্যার কথা সাধারনত তোমার স্বামীর বলতে আসার কথা। তাই ধারনা করলাম তুমি বিবাহিতা না।

-হুম। আশা করি আপনার এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর অনুমান শক্তি দিয়ে আমার বাবার সমস্যাটি ধরে ফেলবেন আর আমার উপকার করবেন। আমি আপনাকে যথাযথ সম্মানি দেব।--

মিসির আলি তাঁর প্রশ্নের কোন জবাব পেলেন না।

-তুমি নিশ্চয় জানো আমি টাকা নিইনা। তবে ইদানিং মেয়েদের কোন সমস্যা সমাধান করতে পারলে অন্য কিছু নেয়।

-সেটা কি?

-সমস্যা আগে সমাধান করি--তারপর বলব--এবং আশা করব যদি তোমার সমস্যার সমাধান করতে পারি, তাহলে আমি তোমার কাছে যা চাইব তুমি তাই দেবে।

-Okay, you got it Sir.

-তুমি কি অনেকদিন এমেরিকায় ছিলে?

-হ্যাঁ। আপনি বুঝলেন কিভাবে?

-তোমার ইংলিশ একসেন্ট। যেমন শিডিউল না বলে বললে এসকেজুআল। (উল্কির কথাটি কি ভেবে মিসির আলি বললেন না)

-আপনার বুদ্ধি দারুন। আশা করি আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না। আমি এখন আসি।

©WWW.NILNIRJON.COM

এই বলে মেয়েটি তার দূর্দান্ত নিতম্বটি নাড়াতে নাড়াতে চলে গেল। আর পেছন থেকে ওর নিতম্বের দিকে তাকিয়ে থাকার কারনে মিসির আলির লিংগ আবার শক্ত হয়ে গেল। মিসির আলি ঠিক করলেন - এই মেয়ের সমস্যার সমাধান করতেই হবে তাঁকে, কারন এমন গুরু নিতম্বের অধিকারিনিকে তিনি একটু নিজ হাতে নগ্ন করে টেস্ট করতে চান। শেষ বয়সে কচি জিনিসের প্রতি তাঁর আগ্রহ বেড়েই যাচ্ছে দিন দিন। পরক্ষনেই তিনি নিজের উপর বিরক্ত হলেন-কারন মেয়েটির শরীর নিয়ে ভাবতে ভাবতে মেয়েটির নাম-ঠিকানা কিছুই তার জানা হল না। নাঃ -- মিসির আলির ভালোই অধঃপতন হয়েছে।

<u>সন্ধ্যা ৭টা</u>

আজকাল মিসির আলি সেক্স নিয়ে বেশি চিন্তা ভাবনা শুরু করেছেন। রাতে শুতে যাওয়ার আগে আর সন্ধ্যার এই সময়টাতে বসে বসে তিনি বিভিন্ন সেক্স বিষয়ক ভাবনা ভাবেন। যেমন এখন ভাবছিলেন- রবীন্দ্রনাথ যদি গীতান্জলী না লিখে গুদান্জলী লিখতেন তাহলে ব্যাপারটা কেমন হত ! হয়ত কবিগুরু এইভাবে শুরু করতেন

-------------আজি হতে শতবর্ষ পরে,
কোন মাদারচোদ তুমি পড়িতেছ গুদান্জলি খানি
লিংগ শক্ত করে।

-----অথবা লিখতেন

----------------------------রাত বারোটায় নিভিলো লাইট
গুদে ধোনে লাগিলো ফাইট
গুদ বলিবে --আস্তে কর
ধোন বলিবে -- সহ্য কর ।।

রবীন্দ্রনাথ আসলে গুদান্জলি না লিখে বিরাট ভুল করেছেন। এইসময় দরজার কড়া নাড়ার শব্দে মিসির আলির গুদান্জলি বিষয়ক চিন্তায় ছেদ পড়ল। দরজা খুলে এক মধ্যবয়স্ক লোককে দেখলেন

-আপনি নিশ্চয় মিসির আলি সাহেব?

-জ্বি। আপনি?

-বলছি। তার আগে কি আমি ভিতরে আসতে পারি?

-আসুন।

লোকটি ঘরে ঢুকে মিসির আলিকে বলল

-আমি আপনার বেশি সময় নস্ট করব না। অল্প কথায় বলি। আমার নাম কায়েস চৌধুরী । আপনি হয়ত আমার নাম শুনেছেন। আমি ১২ নং ওয়ার্ডের কমিশনার। আমার একমাত্র মেয়ে রিনাকে নিয়ে আমার সমস্যা। মেয়েটির মধ্যে এবনরমালিটি আছে।

ভদ্রলোককে মিসির আলি চিনতে পারলেন না কারন পলিটিশিয়ান আর পলিটিক্সের প্রতি মিসির আলির কোন আগ্রহ নেই, যদিও পলিগ্যামির প্রতি ইদানিং মিসির আলি আগ্রহ বোধ করছেন।

-এবনরমালিটি আছে-এ কথা কেন বলছেন ?-

ভদ্রলোক এ কথার জবাব না দিয়ে বেশ অনেকক্ষন চুপ করে থাকলেন। মিসির আলি আবার জিজ্ঞেস করতে যেতেই তিনি মিসির আলিকে বললেন

-আমার মেয়ে মনে করে আমি তাকে দৈহিক ভাবে ভোগ করেছি ! আর এই চিন্তাটা ওর মাথার ভেতর ঢোকার পর থেকেই সে আমার সাথে কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছে। আমি এই নিয়ে যে কি মনোকস্টে আছি -তা আপনাকে বোঝাতে পারব না মিসির আলি সাহেব।----আমার ভয়ে আমার এলাকায় বাঘে মহিষে এক বোতলের মিনারেল ওয়াটার খায়--আর সেই আমি এখন নিজের মেয়ের সামনে যেতে ভয় পাই! আমাকে এই যন্ত্রনা থেকে বাঁচান মিসির আলি সাহেব।

©WWW.NILNIRJON.COM

-আপনার মেয়ের নাম কি বললেন ?
-এই নিন--এই কাগজে আমার মেয়ের নাম -বয়স-আমাদের বাসার ঠিকানা--সব লিখে এনেছি---আপনি কাইন্ডলি আমার মেয়েকে সুস্থ করে দিন।
-ঠিক আছে। আমি যাব। কালকেই যাব।
- এই জন্য আপনার প্রাপ্য সম্মানি দেব আপনাকে !
-আচ্ছা - সে নাহয় দেখা যাবে। ---ভদ্রলোক চলে গেলেন। মিসির আলি কাগজটির উপর চোখ বুলাতে বুলাতে দেখলেন - মেয়ে সংক্রান্ত সব তথ্য আছে, শুধু মেয়েটির শরীরের ভাইটাল স্টাটিক্স - অর্থাৎ স্তন-নিতম্ব-কোমড়-ইত্যাদির মাপ নেই। মিসির আলি আবার নিজেকে শাসালেন-----না--আবারো খারাপ চিন্তা মাথায় খেলা করছে। তিনি রিনার রেখে যাওয়া ডায়েরিটা পড়তে লাগলেন।
রিনা লিখেছে---মেয়েলি হাতের মুক্তোর মত লেখা----এত সুন্দর হাতের লেখা মিসিরআলি খুব কমই দেখেছেন। নাঃ মেয়েটি শুধু দৈহিকভাবেই সেক্সি-সুন্দররীই না, তার হাতের লেখাতেও কেমন যেন একটা সেক্সী ভাব আছে। মিসির আলি পড়ায় মনোযোগ দিলেন --
----

আমার নাম রিনা। ভালো নাম রুমানা চৌধুরী। কলেজে পড়ার সময় অবশ্য ক্যাম্পাসে আমার আরেকটি নাম রটে যায়। সেটি হচ্ছে 'সেক্সী রিনা'।
যাই হোক--বিধাতা আমাকে খুবই আকর্ষনীয় করে সৃস্টি করেছেন-তাই আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার এই সৌন্দর্যই যে আমার জন্য একদিন কাল হয়ে দাঁড়াবে তা আমি বুঝতে পারিনি। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।
আমার দুটো বাবা ছিল। না না -- আমার মা দুটো বিয়ে করেননি। আমার বাবার একজন জমজ ভাই ছিলেন। বাবা আর চাচার মধ্যে আমি কোন পার্থক্য বুঝতে পারতাম না। তাই আমি মাঝে মাঝে চাচাকেই বাবা মনে করে কথা বলা শুরু করে দিতাম। আমার চাচার আস্বাভাবিক মৃত্যু হয়।
আমি আমার এই চাচাকে ডাকতাম নকল বাবা। আমি যখন কলেজে পড়ি তখন আমার মা মারা যান। বাবা সারাদিন তাঁর পলিটিক্স নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন - আর বাসায় বলতে গেলে আমি একা থাকতাম - তাই কিছুদিন পরে বাবা আমার এই নকল বাবাকে আমাদের বাসায় এসে থাকতে বলেন। এর আগে আমি তাঁকে কোনদিন দেখিনি। তাই সেদিন স্কুল থেকে বাসায় এসে দেখি ড্রয়িং রুমে একি ধরনের পাজামা পান্জাবী পড়া আমার দুটি বাবা বসে আছে। আমি তো হতবাক ! যাই হোক - আমাকে চমকে দেওয়ার জন্য এটা চাচারই আইডিয়া ছিল। চাচা খুবি মজার মানুষ ছিলেন। তিনি রাতে একটি দৈনিক পত্রিকার অফিসে কাজ করতেন। দুপুর ২টা-৩টা পর্যন্ত ঘুমাতেন। আর উনার মজার একটি হবি ছিল। সেটি হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স। তিনি নানান মজার মজার জিনিস তৈরি করতেন। আমি উনার ভক্ত হয়ে গেলাম।
কিন্তু বাবা এই ব্যাপারটি একদম পছন্দ করতে পারেননি। তাছাড়া বাবার সাথে চাচার রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য ছিল। তাই একজন আরেকজনের সাথে বলতে গেলে কোন কথাই বলতেন না।
যাই হোক- একসময় আমি স্টাডির জন্য দেশের বাইরে চলে যাই। কিন্তু চাচার জন্য আমার সবসময় মন খারাপ থাকতো। ফোন করে আমি চাচার সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতাম। তাই আমি পি.এইচ.ডি. কমপ্লিট করেই দেশে চলে আসি। অতি অল্প বয়সেই আমি পি.এইচ.ডি. শেষ করেছিলাম। তাই ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমার চাকরি চট করে হয়ে গেল। আমি আবার আমার নকল বাবার সান্নিধ্যে চলে আসলাম।
আর একদিন আমার আসল বাবার একটি কুৎসিত রুপ দেখলাম।
তারিখটি ছিল ১লা মে। আমি রাতে ঘুমাচ্ছিলাম । কিন্তু দরজা লাগাতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমার রুমের পাশের রুমটি বাবার। চাচা থাকতেন তিনতলায়। বাবা আর আমি দোতালায়। চাকর বাকরদের না ডাকলে নিচের তলা থেকে উপরে আসা নিষেধ ছিল। আমি যখন ঘুমাতে যাচ্ছি তখন চাচা অলরেডি তার পত্রিকা অফিসের কাজে চলে গেছেন।

©WWW.NILNIRJON.COM

বাসায় বাবা ছিলেন না। কিন্তু আমি জানি বাবা বাসায় ফিরবেন ১২টার দিকে। আমি যখন শেষবার ঘড়ির দিকে তাকাই তখন রাত ১১-৪০। এরপর ঘুমিয়ে পড়ি। আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় হঠাৎ শীত লাগার কারনে।
ঘুম ভেঙ্গে দেখি আমি সম্পূর্ন নগ্ন !! আমার রুমের দরজা খোলা। আমি উঠে দরজা বন্ধ করলাম। সারা শরীরে একধরনের ব্যথা। আমার শাড়ি-সায়া-প্যান্টি-ব্রা সব কে জানি ছিঁড়ে ছিঁড়ে রুমের মেঝেতে ফেলে রেখেছে। রুমের ওয়ালের আয়নাতে দেখলাম-আমার কাঁধে-গলায় - পিঠে - গোপন অংগের চারপাশে আর নিতম্বে অসংখ্য কামড়ের দাগ।
এরপর আরো অবাক হয়ে আবিস্কার করলাম-আমার তলপেটের উপর শুকিয়ে যাওয়া একধরনের আঠা জাতীয় পদার্থ। আমার বুঝতে বাকি থাকল না-এটা পুরুষের বীর্য। কেউ একজন আমাকে ঘুমের মধ্যে ধর্ষন করেছে ! বাড়ির পুরুষ চাকর বলতে বুড়ো আজগর মিয়া। আর তিনি এতই বুড়ো যে আমার মতো কাউকে ধর্ষন করার মতো শক্তি তাঁর নেই। আর বাকি থাকল বাবা আর চাচা। চাচা অলরেডি তাঁর কাজে চলে গেছেন। আমার বুঝতে বাকি রইল না যে - আমার আসল বাবাই আমার রুপ-সৌন্দর্যে আকর্ষিত হয়ে আমার উপর তার কুৎসিত পাশবিক প্রবৃত্তি প্রয়োগ করেন। আমার এটা লিখতেই ঘেন্না হচ্ছে। ছিঃ। নিজের মেয়েকে কেউ এইভাবে ----ছিঃ।
এরপর থেকে আমি বাবাকে প্রচন্ড ঘৃনা করতে শুরু করি। বাবার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিই । বাবা অবাক হওয়ার ভান করেন আমার এমন আচরনে। এই ঘটনার কথা একদিন আমি চাচাকে বলি। কারন আমি এরপর জীবনের উপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। তাই ভেবেছিলাম কাউকে বললে হাল্কা হতে পারব। কিন্তু চাচা ব্যাপারটা বাবার সাথে আলাপ করেন।
বাবা আমার সাথে খুবি রাগারাগি করলেন। বললেন- আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আরো বললেন- আমি বিয়ে-টিয়ে না করে বসে থাকার জন্যই নাকি এমন অদ্ভুত ধারনা করছি। কিন্তু আমাকে ধর্ষনের ব্যাপারটা তো ফ্যাক্ট ! চাচা এই ব্যপারটা জেনে যাওয়ায় চাচার প্রতি বাবার রোষ আরো বেড়ে গেল। এবং সেটি একদিন এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে - চাচাকে একদিন দুপুরে ঘুমানোর সময় বাবা বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেললেন। দিনটি ছিল ১৫ই আগস্ট। আমি যাকে এত পছন্দ করি, বাবা তাকে শেষ করে দিলেন।
এখন বাবার মাথায় নতুন আইডিয়া ঢুকেছে--আমাকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে হবে। কারন আমি পুলিশকে কল করে বলেছি যে - আমার মৃত চাচা আমাকে এসে বলে গেছেন--বাবাই চাচাকে মেরে ফেলেছেন। আমি কিন্তু সত্যি আমার মৃত চাচাকে দেখেছি ! ---

-------------মিসির আলি আর পড়লেন না। ডায়েরি থেকে যা জানার তিনি জেনে ফেলেছেন। এরপর তিনি রিনার ডায়েরিটা রেখে একটি চটি নিয়ে বসলেন। আজকাল তাঁর এই বদভ্যাস হয়েছে। রাতে চটি না পড়লে তাঁর ঘুম হয়না।

পরদিন

পরদিন সকালে মিসির আলি রিনাদের বাসায় গেলেন। রিনা বাসায় ছিল না। মিসির আলি রিনার বাবা কায়েস চৌধুরীর সাথে কথা বললেন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে-----তিনি জানতে পারলেন রিনার এমেরিকার ইউ. সি. এল. এ. -তে পি.এইচ. ডি. করতে যায় ২০০০ সালে। তবে কায়েস সাহেব পি. এইচ. ডি.'র বিষয় কি ছিল তা বলতে পারলেন না।
মিসির আলি ওদের বাড়িটা ঘুরে দেখলেন। রিনার স্টাডি রুমে তিনি সাইকোলোজির উপর অনেক বই আবিস্কার করলেন। কয়েকটি বই উল্টিয়ে দেখলেন। প্রায় প্রত্যেকটি বইয়ের ফ্রয়েড এর উপর চ্যাপ্টারগুলি হাইলাইট করা। বসার ঘরে রিনার মা'র ছবিটা দেখে তিনি ধাক্কার মত খেলেন--কারন রিনা দেখতে হুবহু ওর মা'র মত।
মিসির আলি কি মনে করে রিনার মৃতা মা'র বাড়ির ঠিকানা নিলেন কায়েস সাহেবের কাছ থেকে। প্রথমে দিতে

©WWW.NILNIRJON.COM

না চাইলেও পরে মিসির আলি যখন বললেন এর সাথে রিনার অসুখের সম্পর্ক আছে--তখন কায়েস চৌধুরী আর না করলেন না । এরপর মিসির আলি কায়েস চৌধুরির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসলেন। আসার সময় বললেন
-আমার আর কিছু কাজ বাকি আছে। আশা করি কালকেই আপনার মেয়ের সমস্যা আমি সমাধান করে ফেলব।
এরপর মিসির আলি রিনার মা'র ঠিকানায় গিয়ে রিনা'র এক মামার সাথে কথা বললেন--সেখান থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেলেন তিনি--যেমন কায়েস চৌধুরীর মৃত জমজ ভাই আর রিনার মা এক কলেজে পড়াশোনা করেছেন।
ভাইয়ের মাধ্যমেই রিনার মা'র সাথে কায়েস সাহেবের পরিচয় হয়--এরপর বিয়ে।
এরপর মিসির আলি পাবলিক লাইব্রেরি আর থানা হয়ে তাঁর এক ছাত্রের সাইবার ক্যাফেতে গেলেন। ছাত্রটিকে বললেন USAএর- UCLA ইউনিভার্সিটি থেকে ২০০০ সালে যারা বাংলাদেশ থেকে পি.এইচ.ডি. করতে গিয়েছিল - তার মধ্যে রিনার নাম আছে কিনা--আর থাকলে তার বিষয় কি ছিল। ছাত্রটি খুব করিৎকর্মা ! সে চট করে বের করে ফেলল আর বলল-
-এইনিন স্যার। এখানে আপনি যা খুঁজছিলেন তার সব আছে।
-এত তাড়াতাড়ি কিভাবে বের করলে?
-ওদের ডাটাবেস-এ হ্যাক করেছি।
মিসির আলি হ্যাক করা বলতে সে কি বোঝাতে চাইছে তা বুঝলেন না---তিনি ধরে নিলেন খারাপ অশ্লিল কিছু হতে পারে --তাই জিজ্ঞেস না করে - মাথা নেড়ে ধন্যবাদ দিয়ে বের হয়ে গেলেন।
বাসায় আসার জন্য তিনি একটি ভিড়ের বাসে উঠে লেডিস সিটের আশেপাশে চিনা জোঁকের মত লেগে থাকলেন। আর চামে খালাম্মা - আপাদের শরীরের আকর্ষনীয় অংশগুলো দেখতে লাগলেন। দেখতে দেখতে গরম হয়ে বাসায় আসলেন। মনে মনে ভাবলেন--না আর চিন্তা নেই--এইভাবে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে গরম হওয়ার দিন শেষ হতে আর বাকি নেই---কারন রিনা মেয়েটার সমস্যা তিনি ধরে ফেলেছেন--এখন শুধু কালকের অপেক্ষা। মেয়েটির সমস্যা সমাধান করলে তিনি যা চাইবেন -মেয়েটি তাই দেবে বলে ওনাকে কথা দিয়েছে। আর তিনি কি চাইবেন--পাঠককূল নিশ্চয় বুঝতে পারছেন?

পরদিন সন্ধ্যা

মিসির আলি রিনাদের ড্রয়িং রুমে বসে আছেন। রিনা বসেছে মুখোমুখি। কায়েস চৌধুরী বসে আছেন মিসির আলির পাশের সোফায়। রুমে হালকা আলো জ্বলছে। মিসির আলি শুরু করলেন
-তোমার ডায়েরি পড়ে প্রথমে যে খটকাটি লাগল সেটি হচ্ছে--তোমার নকল বাবা কেন তোমার মা'র মৃত্যুর পর তোমাদের বাসায় আসলেন? কেন এতদিন আসেননি? কারন তুমি লিখেছ তুমি তাঁকে কোনদিন দেখনি। অথচ তিনি ঢাকাতেই থাকতেন।
তখন ভেবে দেখলাম-ওনার তোমাদের বাসায় না আসার সাথে তোমার মা'র কোন সম্পর্ক আছে কিনা? এই ব্যাপারে আমি তোমার মা'র বাসায় গিয়ে তোমার মামার সাথে কথা বলি। আর জানতে পারি যে - তোমার মা'র সাথে তোমার নকল বাবা'র পরিচয় ছিল কলেজ জীবন থেকেই।
ইন ফ্যাক্ট তোমার বাবা'র সাথে তোমার মা'র পরিচয় হয় তোমার চাচার মাধ্যমে। আমার ধারনা-তোমার মা'র সাথে তোমার চাচার এফেয়ার ছিল।
কিন্তু তোমার বাবা'র সাথে পরিচয় হওয়ার পর তোমার মা তোমার চাচাকে ত্যাগ করে তোমার বাবার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন--আর এই সম্পর্কটা বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়।
সেই থেকে তোমার মা'র উপর তোমার চাচা'র ঘৃনা। অবশেষে তোমার মা যখন মারা যান-তখন ভাইয়ের অনুরোধে তিনি এ বাড়িতে এসে উঠেন। আর এসেই কলেজে পড়া তোমাকে দেখে তোমার মা'র প্রতি ঘৃনাটি

©WWW.NILNIRJON.COM

নতুনভাবে জেগে উঠে। কারন তুমি দেখতে অবিকল তোমার মায়ের মতো।
কিন্তু তিনি খুব কৌশলে এগোলেন। প্রথমে তোমার মন জয় করলেন বিভিন্নভাবে। কিন্তু কিছু করার আগেই তুমি বিদেশে চলে গেলে। এরপর যখন ফেরত আসলে তখন একদিন তিনি তাঁর কুৎসিত কামনা চরিতার্থ করলেন তোমার উপর। সুতরাং তোমাকে তোমার বাবা নয়, তোমার নকল বাবাই শারীরিকভাবে ভোগ করেছে ১লা মে'র রাতে। ১লা মে পত্রিকা অফিস বন্ধ থাকে। তাই সেদিন তিনি কাজে যাননি।
এই পর্যায়ে এসে রিনা বাধা দিয়ে বলল
-না। আপনি বাবা'র পক্ষ হয়ে এসব বলছেন।
-আমি যা বলছি--তা মন দিয়ে শুনবে। আমার বলা শেষ হলে তারপর কথা বলবে বুঝেছ?
মিসির আলি আবার বলা শুরু করলেন
-তোমার বাবা তোমার মা'র মৃত্যুর পর আর বিয়ে করেননি। যদিও বিয়ে করা তাঁর মতো প্রভাবশালীর পক্ষে কোন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তোমার কথা ভেবে তিনি এই কাজ করেননি। সুতরাং তিনি তোমাকে খুবি স্নেহ করেন।
তোমার চাচাই যে তোমাকে ধর্ষন করেছিল--এর পক্ষে আরেকটি শক্তিশালি যুক্তি আছে আমার।
তোমার ডায়েরিতা লিখছ- ঘুম ভেঙ্গে তুমি দেখতে পাও তোমার সারা শরীরে কামড়ের দাগ। তোমাকে কামড়ে-খামচে-উপর-নীচ করে ধর্ষন করল-অথচ তোমার ঘুম ভাঙ্গলো না কেন ?
এর অর্থ হচ্ছে - তোমাকে অজ্ঞান করা হয়েছিল। আর এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল ক্লোরোফর্ম। আর সেটি তোমার চাচার কাছে প্রচুর ছিল। কারন ওনার শখ ছিল ইলেকট্রনিক্স। আর ইলেকট্রনিক্স এ সার্কিট বোর্ড জোড়া লাগাতে ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করতে হয়।

এখন আমি আরেকটি কথা বলব--সেটি হচ্ছে--তোমার পি.এইচ. ডি.। আমি খবর নিয়ে জানতে পারলাম তোমার পি.এইচ.ডি.-'র বিষয় ছিল এবনরম্যাল বিহেভিয়ার--ইনসেস্ট।
সাইকোলোজির গুরু ফ্রয়েডও তোমাকে খুব আকর্ষন করে-এই ব্যপারটি তোমার স্টাডি রুমের বইপত্র ঘেঁটে বুঝতে পারি। ইউ.এস.এ.-তে তুমি এই বিষয় নিয়ে কাজ করতে করতে এতই আগ্রহী হয়ে পড়লে যার কারনে দেশে এসেও তুমি এই ইনসেস্ট নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চালাতে চাইলে।
আর এর জন্য তুমি নিজেকে ব্যবহার করতে চাইলে টোপ হিসেবে আর ভিকটিম হিসেবে বেছে নিলে তোমার বাবাকে। বাবার প্রতি তোমার এক ধরনের রাগ থেকেই এই ব্যাপারটি করলে কারন-তোমার বাবা পলিটিক্স করতে করতে তোমাকে ছোটবেলা থেকেই সময় দিতে পারেননি।
যাই হোক--১লা মে'র রাতে তুমি তোমার রুমের দরজা খোলা রেখে-নিজেকে আকর্ষনিয়, এবং সম্ভবত উত্তেজক পোষাকে সজ্জিত করলে। আর তোমার বাবার আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলে। ভেবেছিলে বাসার যেহেতু তুমি আর তোমার বাবা ছাড়া কেউ থাকবে না--তোমার বাবার মধ্যে ইনসেস্ট কাজ করে কিনা তার পরীক্ষা হয়ে যাবে।
একসময় তুমি ঘুমিয়ে পড়লে। কিন্তু তোমার বাবা বাইরে থেকে এসে সোজা ওনার রুমে চলে গেলেন। আর তোমার চাচা হয়ত কোন কারনে রুম থেকে বারান্দায় এসেছিলেন - আর তোমার রুমের খোলা দরজা দেখে ব্যাপার কি দেখতে এলেন।
ওনার রাতে ঘুম না হওয়াই স্বাভাবিক। কারন তিনি পত্রিকা অফিসে রাতে কাজ করতেন। যাই হোক--তিনি তোমার রুমে আসলেন--তোমার উত্তজক পোষাক-তোমার আকর্ষনিয় শরীর ওনাকে পাগল করে তুলল। তাছাড়া তিনি বিয়ে করেননি। তাই ওনার কামনা বাসনা প্রবল থাকার কথা।
তিনি ভুলে গেলেন তুমি ওনার আপন ভাইয়ের মেয়ে। কিন্তু তিনি কোন কেলেংকারির মধ্য দিয়ে যেতে চাননি। তাই তিনি নিজের রুমে ফিরে গিয়ে ক্লোরোফর্ম নিয়ে আসলেন--তোমাকে অজ্ঞান করে ওনার অশ্লীল কামনা তোমার নরম সেন্সলেস শরীরের উপর প্রয়োগ করলেন।

©WWW.NILNIRJON.COM

তাছাড়া - সম্ভবত তোমার সাথে তোমার মা'র চেহারার অসম্ভব মিল থাকায় তিনি তোমার মা'কে করছেন ভেবে তোমাকেই শারীরিকভাবে ভোগ করলেন। আর তোমার মা'র প্রতি ওনার ঘৃনা এইভাবে তোমার মত ইনোসেন্ট মেয়ের উপর চরিতার্থ করলেন।

-এবার বলি কে তোমার চাচাকে খুন করল। তোমার চাচার খুনের খবর কোন পত্রিকায় বের হয়নি। আমি পাবলিক লাইব্রেরিতে পুরোনো কাগজ খুঁজে দেখেছি- কোন পত্রিকায় পাইনি। কারন তোমার বাবা তাঁর ক্ষমতা ব্যবহার করে তা প্রকাশ হতে দেননি । থানায় গিয়েও আমি এই মৃত্যুর ব্যাপারে শুধু একটি গৎবাঁধা জিডি পাই। কিন্তু কোন পোস্ট মর্টেম হয়নি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নিজের ভাইয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ব্যাপারটি তিনি কেন লুকোতে চাইছেন ?

-কারন বাবা নিজ হাতে চাচাকে খুন করেছিলেন তাই। ---ঝাঁঝালো গলায় বলল রিনা

-না। যেদিন তোমার চাচা মারা যান--সেদিন ছিল ১৫ই আগস্ট। তোমার বাবা যে রাজনৈতিক দল করেন সেই দলের জন্য ওটা শোক দিবস। তোমার চাচা মারা যান বেলা ১২ টার দিকে। আর এইসময় তোমার বাবা ১৫ই আগস্টের শোকদিবসের কর্মসুচি হিসেবে বক্তৃতা করছিলেন জনসভায়। আমি খবর নিয়ে জেনেছি।

তিনি আসলে তোমাকে বাঁচানোর জন্যে তোমার চাচার এই মৃত্যু নিয়ে এত লুকোচুরি করছিলেন।

-মানে?

-মানে তুমিই তোমার চাচাকে খুন করেছ। আর তোমার বাবা এই ব্যাপারটি আঁচ করতে পেরেছিলেন।

-না -- এসব আপনি ভুল বলছেন।

-আমি দুটি কারনে এই অনুমান করছি। প্রথমত-তোমার চাচাকে যে বালিশ চাপা দিয়ে মারা হয়েছে-এটি তুমি ছাড়া আর কেউ বলছে না। তুমি এত নিশ্চিত হচ্ছ কিভাবে? কোন পোস্টমর্টেম তো হয়নি !

এর অর্থ হচ্ছে তুমিই বালিশ চাপা দিয়ে মেরেছ তোমার চাচাকে। উনি সাধারনত বেলে ২টা-৩টা পর্যন্ত ঘুমাতেন--তাই বেলা ১২ টার দিকে তাঁর গভীর ঘুম। আর সেইসময় তুমি বালিশ চাপা দিলে আর তাই গভীর ঘুমের স্টেজ থেকে ওনার আর জেগে উঠা হয়নি।

-আর দ্বিতীয় যে কারনটা --সেটি আমার হাইপোথিসিস--তোমাকে যখন তোমার চাচা অজ্ঞান করে ওনার পাশবিক যৌন লিপ্সা মেটালেন--তখন তোমার অবচেতন মন ঠিকই সচেতন ছিল।

আর তোমার অবচেতন মন জানতো তোমার এই চাচাই তোমাকে ধর্ষন করেছিল। আর প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ খুঁজছিল। আর ১৫ই আগস্ট-এর দিন তুমি হঠাৎ একধরনের ঘোরের মধ্যে চলে গেলে যখন দেখতে পেলে বাসায় উপর তলায় এখন তুমি আর তোমার ঘুমন্ত চাচা ছাড়া আর কেউ নেই।

আর তোমার অবচেতন মন তোমার চেতন মনকে দিয়ে তোমার চাচার উপর প্রতিশোধ তুলে নিল। আসলে তুমি তোমার চাচাকে এত পছন্দ করতে যে যার কারনে ওনার কাছ থেকে এমন সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট তোমার জন্য একটি ভীষন মানসিক শক ছিল। আর তোমার মৃত চাচাকে দেখার ব্যাপারটা তোমার অবচেতন মনের একটি খেলা। অবচেতন মন তোমাকে মানসিক যন্ত্রনা থেকে রক্ষা করার জন্য তোমার চাচার হ্যালুসিনেশন তৈরি করে তোমাকে বোঝাতে চেয়েছে যে এটা তোমার বাবার কান্ড--তুমি মারোনি তোমার চাচাকে--তোমার বাবাই মেরেছেন।

আমার যা বলার আমি বললাম। এবার আমি আসি।

বাবা আর মেয়ে দুজনেই হতবাক মিসির আলির কথা শুনে। মিসির আলি ঘরের হালকা আলোয় মেয়েটির বুকের দিকে তাকালেন। নাহ। আজকে ব্রা পড়ে রেখেছে। মিসির আলি বেড়িয়ে এলেন।

এরপর রিনা আর তার বাবার মধ্যে এতদিনের সব ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয় । রিনার সব অস্বাভাবিকতা বন্ধ হয়। কায়েস চৌধুরী একদিন মিসির আলির বাসায় এসে এর জন্য মিসির আলিকে ধন্যবাদ জানান আর এই উপকারের প্রতিদান স্বরুপ মিসির আলিকে বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পে একটি অত্যন্ত দামি ফ্ল্যাট গিফট করেন। কিন্তু রিনা আর মিসির আলির সাথে দেখা করতে আসছে না।

©WWW.NILNIRJON.COM
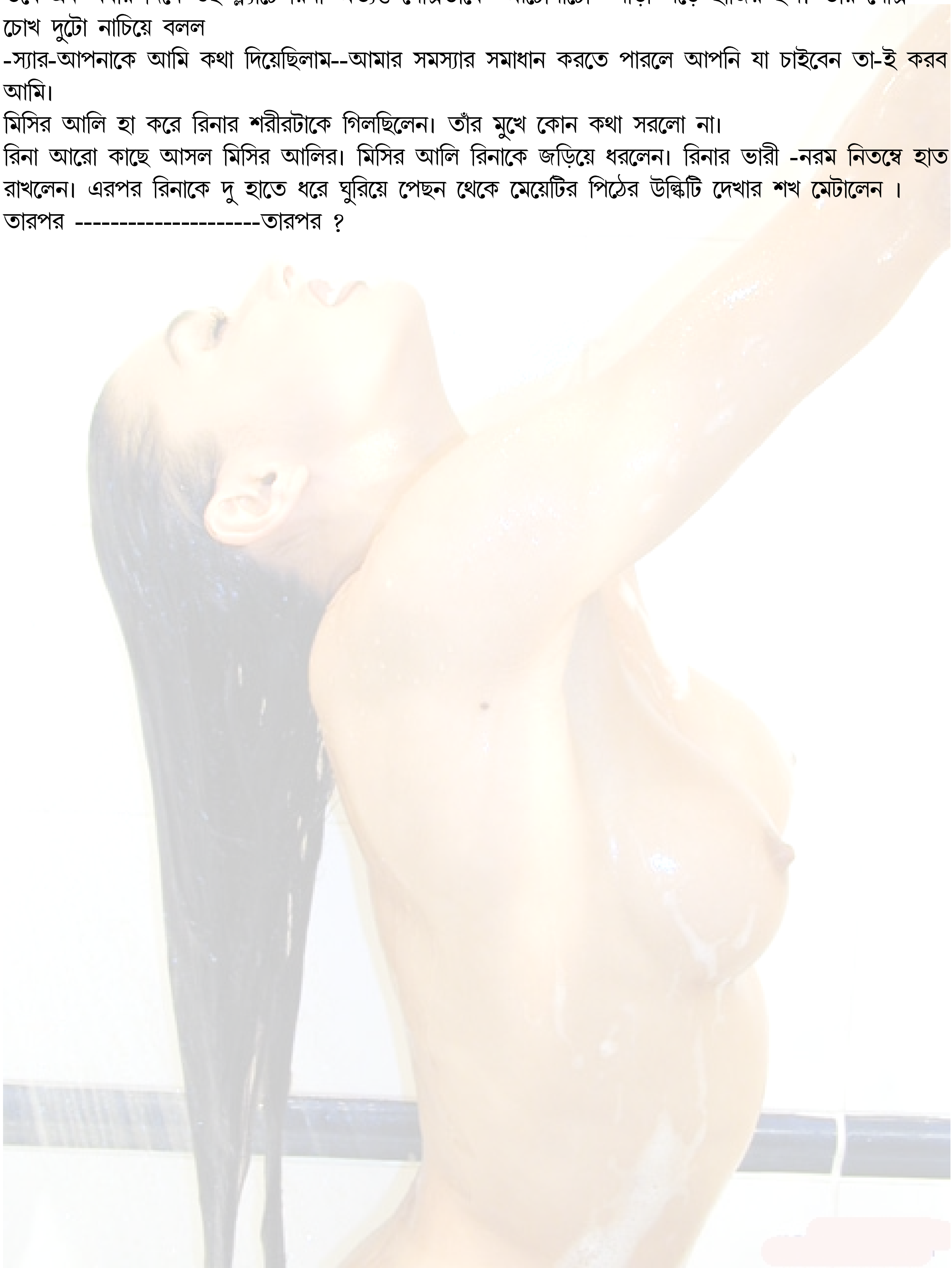
তবে এক বর্ষার দিনে ওই ফ্ল্যাটে রিনা অত্যন্ত সেক্সিভাবে -আঁটোসাটো শাড়ী পড়ে হাজির হল। তার সেক্সি চোখ দুটো নাচিয়ে বলল
-স্যার-আপনাকে আমি কথা দিয়েছিলাম--আমার সমস্যার সমাধান করতে পারলে আপনি যা চাইবেন তা-ই করব আমি।
মিসির আলি হা করে রিনার শরীরটাকে গিলছিলেন। তাঁর মুখে কোন কথা সরলো না।
রিনা আরো কাছে আসল মিসির আলির। মিসির আলি রিনাকে জড়িয়ে ধরলেন। রিনার ভারী -নরম নিতম্বে হাত রাখলেন। এরপর রিনাকে দু হাতে ধরে ঘুরিয়ে পেছন থেকে মেয়েটির পিঠের উল্কিটি দেখার শখ মেটালেন । তারপর ---------------------তারপর ?